বুলেটিন নং: ২৬
বর্ষ ৯॥ সংখ্যা ৪
প্রকাশ কাল: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩
শুভেচ্ছা মূল্য: ৳ ৫ ॥ ৳২

ইউপিডিএফ এর ওয়েবসাইট
www. updfcht.org
Email: updfcht@yahoo.com

THE SWADHIKAR
স্বাধিকার

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর মুখপত্র

স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন

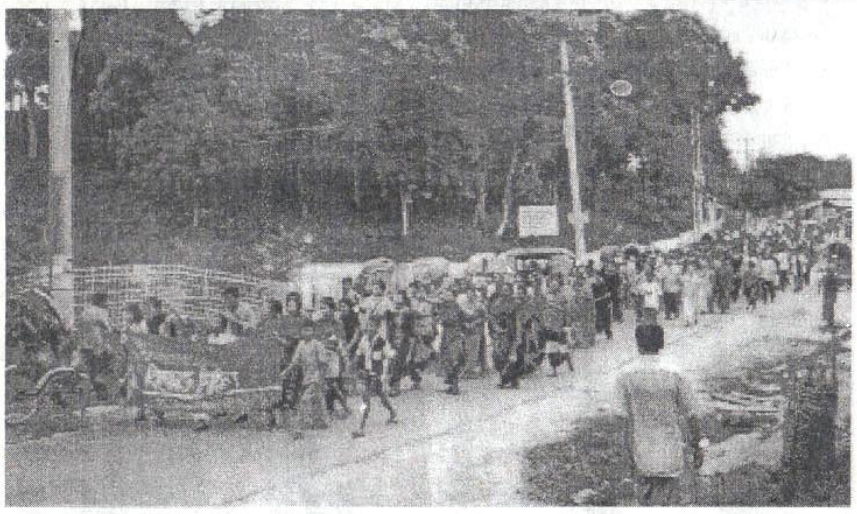

মহালছড়িতে পাহাড়ি গ্রামে সেনা-সেটলার হামলার প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে সর্বস্তরের জনতার বিক্ষোভ মিছিল। খাগড়াছড়ি ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটিতে প্রতিবাদ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। মহালছড়িতে ইউপিডিএফ এর গণসমাবেশে ১০ হাজার নারী পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। ফটো: স্বাধিকার

মহালছড়িতে জুম্ম গ্রামে সেনা-সেটলার হামলার প্রতিবাদে ৮ সেপ্টেম্বর ইউপিডিএফ এর উদ্যোগে বিশাল গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহালছড়ির থলিপাড়া প্রাইমারী স্কুল মাঠে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দশ হাজার নারী পুরুষ এতে অংশগ্রহণ করেন। সেনাবাহিনী এই সমাবেশ বানচালের জন্য ষড়যন্ত্র করে ব্যর্থ হয়। খাগড়াছড়ি থেকে ভাড়া করা গাড়ি সেনা সদস্যরা লেমুছড়িতে আটকিয়ে রাখে। পরে জনতার প্রবল জোয়ার দেখে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সমাবেশে নিম্নোক্ত দাবি জানানো হয়:

** অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন ও হামলার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার ও শাস্তি দিতে হবে*

** ক্ষতিগ্রস্তদের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন করতে হবে*

** ক্ষতিগ্রস্ত বৌদ্ধ মন্দিরগুলো পুনঃনির্মাণ করতে হবে*

** পাহাড়ি জনগণের জান মালের নিরাপত্তা সরকারকে দিতে হবে।*

অবিলম্বে এ দাবি পূরণ করা না হলে, ব্যাপক গণআন্দোলন শুরু করা হবে।

মহালছড়িতে সেনা-সেটলার হামলার প্রতিবাদে ইউপিডিএফ এর বিশাল গণসমাবেশ

বাঁচার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে

২৬ আগষ্ট সেনাবাহিনী ও সেটলাররা খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ির ১০টি গ্রামে হামলা চালিয়ে সাড়ে তিন শতাধিক বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। তাদের আক্রমণে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন বিনোদ বিহারী খীসা। আট মাস বয়সী এক অবোধ শিশুকেও তারা গলা টিপে হত্যা করে। হামলাকারীরা ৪টি বৌদ্ধ মন্দির পুড়ে দেয়, বুদ্ধমূর্তি ভেঙে দেয় অথবা লুট করে নিয়ে যায়। প্রত্যেকটি গ্রামে তারা ব্যাপক লুটতরাজ চালায়। ৯ জন মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। নিহত বিনোদ বিহারী খীসার ছেলে নিদর্শন খীসাসহ অগণিত সংখ্যক পাহাড়ি আহত হয়েছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা ও সেটলার হামলা নতুন কোন ঘটনা নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বিগত আড়াই দশক ধরে সুপরিকল্পিতভাবে একের পর এক হামলা, গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হচ্ছে। নিজ বাস্তুভিটা ও জায়গাজমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি কোন সরকারের আমলেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ শান্তি ও স্বস্তিতে থাকতে পারেনি। প্রত্যেকটি সরকার জুম্ম জনগণকে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও এখন সবার কাছে পরিস্কার হয়েছে যে সরকার পাহাড়ে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য ঐ চুক্তি স্বাক্ষর করেনি। পার্বত্য চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জীবনে নতুন কোন পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারেনি।

বিএনপি সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় ১৯৯২ সালের ১০ এপ্রিল লোমহর্ষক লোগাং গণহত্যা ও ১৯৯৩ সালের ১৭ নভেম্বর নান্যাচর গণহত্যা সংঘটিত হয়। কয়েক শ' নিরীহ নারী পুরুষ ও শিশু এই হত্যাযজ্ঞে প্রাণ হারিয়েছেন। বর্তমানে লোগাং গণহত্যা স্থলটি বহিরাগতরা বেদখল করে নিয়েছে। খালেদা জিয়ার সেই দুঃশাসনে দীঘিনালায় প্রাণ হারিয়েছেন ৭০ বছরের বৃদ্ধ ভরদাস মনি। ১৯৯২ সালের ২০শে মে রাঙ্গামাটিতে কয়েক শত ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়। পাহাড়ি জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামকে দমনের জন্য শত শত পাহাড়িকে বিনা কারণে জেলে পুড়ে রাখা হয় ও নির্যাতন চালানো হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সম্পর্কে আওয়ামী

৩য় পাতায় দেখুন

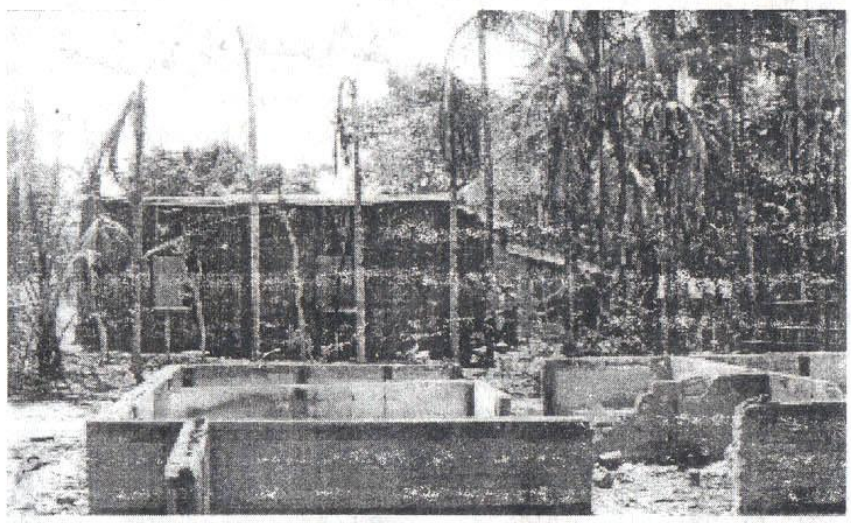

এখানে একদা একটি পাকা দালান ছিল। ছিল একটি স্বচ্ছল পরিবার। শিশুরা বাড়ির আঙিনায় খেলা করতো। আজ সেসব কেবলই অতীত। ২৬ আগষ্ট হামলা বাবুপাড়াবাসীদের জীবন লণ্ড ভণ্ড করে দেয়।

অবশেষে জুম্ম শরণার্থীরাও রাজপথে নামতে বাধ্য হলেন

আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি কোন সরকারের আমলে দেশের জনগণের অবস্থা ভালো ছিল না। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি আরো বেশী ভয়াবহ। চুক্তি স্বাক্ষরকারী বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই রামগড়ে মারমা গ্রামে অগ্নি সংযোগ ও দীঘিনালার বাবুছড়ায় বাজারে আসা পাহাড়িদের ওপর সেনা-সেটলার হামলা হয়েছিল। এছাড়া ইউপিডিএফ ও সাধারণ জনগণের ওপর বিভিন্নভাবে দমন পীড়ন বলবৎ ছিল সব সময়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতি আরো বেশী মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে একের পর এক গণবিরোধী নীতি ও পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করে চলেছে। গত ২৬ আগষ্ট খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে সেনাবাহিনী ও সেটলাররা সুপরিকল্পিতভাবে ১০টি গ্রামে হামলা চালিয়েছে। সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ-পুনর্বাসন ও বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে দোষীদের শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে হামলাকারীদের রক্ষার

৩য় পাতায় দেখুন

মহালছড়ি ঘটনার প্রতিবাদে বিভিন্ন সংগঠন

২৬ আগষ্ট মহালছড়ির ১০টি পাহাড়ি গ্রামে সেনা-সেটলার হামলা, অগ্নিসংযোগ, খুন ও লুটপাটের প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিভিন্ন সংগঠন।

ইউপিডিএফ

ইউপিডিএফ এ ঘটনাকে পূর্ব পরিকল্পিত আখ্যায়িত করে বলেছে এ ঘটনার জন্য মহালছড়ির সেনাবাহিনী প্রত্যক্ষভাবে দায়ি। ইউপিডিএফ প্রধান প্রসিত খীসা বিবৃতিতে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে মোতায়েনকৃত সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি বিশেষ কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠি পাহাড়ি-বাঙালি সাম্প্রদায়িক বিভেদ জিইয়ে রেখে নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার সুগভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে, যা মহালছড়ি ঘটনায় আবারো প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেন একমাত্র পূর্ণস্বায়ত্তশাসন কায়েম হলেই পার্বত্য চট্টগ্রামে সত্যিকার শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

ইউপিডিএফ ঘটনার প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে ৩১ আগষ্ট থেকে ৭২ ঘন্টা সড়ক অবরোধের ডাক দেয়। জনগণ ইউপিডিএফ এর এই ডাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিলে অবরোধ সফলভাবে ও শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়। ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রামে ও মহালছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে।

জনসংহতি সমিতি

জনসংহতি সমিতি এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছে পাহাড়ি গ্রামে হামলার জন্য জোট সরকারই দায়ি। সমিতি রাঙ্গামাটিতে সমাবেশ করেছে।

পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ

পার্বত্য ভিক্ষু সংঘ বৌদ্ধ মন্দিরসহ পাহাড়ি গ্রামে হামলা, বুদ্ধ মূর্তি ভাঙচুর ও ভিক্ষু হয়রানির প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে মৌন মিছিলের আয়োজন করেছে।

৩য় পাতায় দেখুন

পিসিপি-এইচ.ডব্লিউ.এফ সংবাদ

॥ পিসিপি কেন্দ্রীয় দপ্তর ॥

লক্ষ্মীছড়ি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে পিসিপির কমিটি গঠিত

গত ১৭ আগষ্ট রোজ রবিবার সকাল ১১ টায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ লক্ষ্মীছড়ি থানা শাখার স্থানীয় কার্যালয়ে ঘরোয়া আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে লক্ষ্মীছড়ি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের পিসিপি কমিটি গঠন করা হয়। সভা পরিচালনা করেন সুশীল চাকমা ও সভাপতিত্ব করেন রতন চাকমা।

সুজন কান্তি চাকমা, দিলিপ কান্তি চাকমা, তপন জ্যোতি চাকমাকে যথাক্রমে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট স্কুল কমিটি গঠন করা হয়। এতে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপি লক্ষ্মীছড়ি থানা শাখার সভাপতি রতন চাকমা।

লক্ষ্মীছড়িতে পিসিপি ও এইচডব্লিউএফ এর উদ্যোগে বৃক্ষরোপন সপ্তাহ উদ্‌যাপন

গত ১৯ আগষ্ট রোজ মঙ্গলবার বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন লক্ষ্মীছড়ি থানা শাখার উদ্যোগে বৃক্ষরোপন সপ্তাহ/২০০৩ উদ্‌যাপন করা হয়। লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ রোকন উদ্-দৌলা এই দুই সংগঠনের উদ্যোগে পালিত বৃক্ষরোপন সপ্তাহের উদ্বোধন করেন। এর আগে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন রতন চাকমা ও সভা পরিচালনা করেন সুশীল চাকমা। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ১ নং লক্ষ্মীছড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সুনীতি কুমার চাকমা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন এইচ ডব্লিউ এফ লক্ষ্মীছড়ি থানা শাখার সভানেত্রী রীনা দেওয়ান, যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় নেতা নিশি কুমার চাকমা, পিসিপি নেতা অমর বিকাশ চাকমাসহ আরো অনেকে।

বক্তারা পিসিপি ও এইচ ডব্লিউ এফ এর বৃক্ষরোপন কর্মসূচীকে স্বাগত জানান এবং পরিবেশ রক্ষায় দলমত নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

লক্ষ্মীছড়িতে সেনা সদস্য কর্তৃক পাহাড়ি যুবক প্রহৃত

গত ২৯ আগষ্ট শুক্রবার রাত আনুমানিক সাড়ে আটটার দিকে লক্ষ্মীছড়ি জোনের অজ্ঞাতনামা একজন ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য লক্ষ্মীছড়ি ১ নং ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডের দন্ডিপাড়া গ্রামে হানা দেয়।

সেনারা নিহত এক ব্যক্তির শ্মশানে পাহারারত ৫ জন মারমা যুবককে ধরে নিয়ে যায়। ধৃত ব্যক্তিরা হলেন চিনু মং মারমা (২০) পিতা পানখাইয়া মারমা, সাইক্রুক মারমা (১৫) পিতা লাথং মারমা, চাজিমং মারমা (২৫) পিতা ক্যহ্লা মারমা। বাকি দুই জনের নাম জানা যায়নি। উল্লেখিত ব্যক্তিদেরকে সারারাত ক্যাম্পে আটকে রাখা হয় ও সাংঘাতিকভাবে মারধর করা হয়। পরে স্থানীয় মুরুব্বীদের সুপারিশে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়।

সাধারণত কর্তব্যরত অবস্থায় প্রত্যেক সেনা সদস্যকে তাদের নামের ফলক (নেম প্লেট) বহন করতে হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনার সময় ঐদিন উক্ত ক্যাপ্টেনের গায়ে নামের ফলক ছিল না।

বাংলাদেশের জনগণের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে জাতীয় কনভেনশন

আগামী ২৪ অক্টোবর ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। কনভেনশন আহ্বান করেছেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত রাজনীতি চিন্তাবিদ ও বিপ্লবী রাজনীতির সংগঠক বদরুদ্দীন উমর।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণের জীবন এখন লুণ্ঠনজীবী সন্ত্রাসীদের শাসনে নিদারুনভাবে সংকটাপন্ন। তাঁদের জীবনে কোন নিরাপত্তা নেই; বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি তাদের অর্থনৈতিক জীবনকে বিপর্যস্ত করেছে। এই দুর্বিসহ জীবন পরিবর্তনের জন্য জনগণের মধ্যে চারিদিকে এক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। জনগণ এই পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। .... এই পরিস্থিতিতে এদেশের লুণ্ঠণজীবী সন্ত্রাসী শাসক শ্রেণীকে উচ্ছেদ করে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই হলো জনগণের মুক্তির পথ।

খাগড়াছড়ি জেলা কার্যালয়ে পিসিপি-এইচ.ডব্লিউ.এফ এর যৌথ পাঠচক্র অনুষ্ঠিত

গত ১৮ জুলাই পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ খাগড়াছড়ি জেলা কার্যালয়ে সাংগঠনিক আচরণ বিধি শীর্ষক এক পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পাঠচক্রে সভাপতিত্ব করেন স্বপন চাকমা। প্রধান আলোচক ছিলেন মিল্টন চাকমা।

মিল্টন চাকমা একজন কর্মির সাংগঠনিক শৃঙ্খলা পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, সংগঠনের একজন কর্মির সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও সাহসী মনোভাব এবং সংগঠনের কাজের প্রতি অপরিসীম মমত্ববোধের উপরই নির্ভর করে সংগঠনের বিকাশ। তিনি বলেন, একজন কর্মিকে অবশ্যই কথাবার্তায় ও আচার আচরণে সংযত হতে হবে। সংগঠনের নীতি আদর্শ ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে।

তিনি আরো বলেন, সংগঠনের কর্মি হিসেবে আমাদের উপরই নির্ভর করছে জাতিসত্তার সংগ্রামের ভবিষ্যত। সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের প্রতি সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে একনিষ্ঠভাবে সংগঠনের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

পাঠচক্র পরিচালনা করেন পিসিপি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পুলক জ্যোতি চাকমা।

পিসিপি-এইচ.ডব্লিউ.এফ খাগড়াছড়ি জেলা শাখার উদ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালিত

পিসিপি-এইচ.ডব্লিউ.এফ খাগড়াছড়ি জেলা শাখার উদ্যোগে গত ২৯-৩০ জুলাই খাগড়াছড়ি জেলা সদরে ২ দিন ব্যাপী বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালিত হয়েছে। কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন ইউপিডিএফ নেতা অনিমেষ চাকমা। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে জমির অনুপাতে জনসংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে বনজ সম্পদের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে। এছাড়া ৭০ দশকের শেষ ও ৮০ দশকের প্রথমদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবৈধভাবে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করা হয়েছে। এক শ্রেণীর অসাধু কাঠ ব্যবসায়ী, দুর্নীতিবাজ বনবিভাগ ও সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্যও পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধ বৃক্ষনিধনের জন্য দায়ি। এ সমস্ত কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম আজ বিরাণভূমি হতে চলেছে। কয়েক বছর আগেও যেসব এলাকা প্রচুর গাছ পালায় পরিপূর্ণ ছিল সেসব এলাকা আজ বৃক্ষশুন্য। সবুজ বনাঞ্চল ধ্বংস করা হচ্ছে অকাতরে বৃক্ষ নিধনের মাধ্যমে।

তিনি বলেন, পাহাড়ি জনগোষ্ঠি বনের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। তাদের জীবন জীবিকা বন কেন্দ্রিক। এই বন ধ্বংস করা মানেই তাদের জীবন জীবিকা তথা অস্তিত্ব ধ্বংস করে দেয়ার সামিল। তাই বাঁচার জন্য আমাদের নিজেদেরকে উদ্যোগী হয়ে বৃক্ষ রোপন করে পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামকে আবার সবুজে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে।

পানখাইয়া পাড়া সহযোদ্ধাদের সাথে পিসিপি ও এইচ.ডব্লিউ.এফ এর মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গত ১ আগষ্ট কমলছড়ি আম্রকানন বৌদ্ধ বিহারে পানখাইয়া পাড়ার সাহসী সহযোদ্ধাদের সাথে পিসিপি ও এইচ.ডব্লিউ.এফ এর মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নেতৃবৃন্দ গত ১২ জুলাই পানখাইয়া পাড়ায় "দুই নাম্বারী" নামে পরিচিত জনসংহতি সমিতির ছাত্র সমর্থকদের প্রতিরোধে সাহসী ভূমিকা পালনের জন্য পানখাইয়া পাড়ার সাহসী সহযোদ্ধাদের অভিবাদন জানান। উল্লেখ্য, ঐদিন ইউপিডিএফ এর মুখপত্র স্বাধিকার বিলির সময় "দুই নাম্বারী" নামে পরিচিত জনসংহতি সমিতির ছাত্র সমর্থকরা বাধা দিলে ও এইচ.ডব্লিউ.এফ সদস্যদের হেনস্থা করলে পানখাইয়া পাড়ার সহযোদ্ধারা তাদের প্রতিরোধে সাহসী ভূমিকা পালন করেন।

বর্তমান সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতীয় ঐক্য বিরোধী "দুই নাম্বারীদের" ঘৃন্য কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য পানখাইয়া পাড়ার সহযোদ্ধাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়েছে।

মত বিনিময় সভায় উপস্থিত পানখাইয়া পাড়ার সহযোদ্ধারা পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম এগিয়ে নেয়ার জন্য তাদের ভূমিকা অব্যাহত থাকবে বলে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সভায় ইউপিডিএফ নেতা অনিমেষ চাকমা, পিসিপি জেলা সাধারণ সম্পাদক পুলক চাকমা, মানিকছড়ি থানা সভাপতি ক্যহ্লাচিং মারমা, এইচ.ডব্লিউ.এফ এর পক্ষ থেকে সোনালী চাকমা, সুমনা চাকমা, শিখা চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

খাগড়াছড়ি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের সাথে পিসিপি-এইচ.ডব্লিউ.এফ এর মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গত ৮ আগষ্ট পিসিপি ও এইচ.ডব্লিউ.এফ এর যৌথ উদ্যোগে ঠিকাদার ভবনে খাগড়াছড়ি কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্রদের সাথে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় এইচ.ডব্লিউ.এফ নেত্রী সমারী চাকমাসহ পিসিপির কেন্দ্রীয় সহসাধারণ সম্পাদক সর্বোত্তম চাকমা, জেলা সভাপতি স্বপন কুমার চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক পুলক চাকমা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় নেতৃবৃন্দ জাতিসত্তার অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ছাত্রদের সাহসী ভূমিকা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছাত্র সমাজ জাতির মুক্তি সংগ্রামে গৌরবজনক ভূমিকা পালন করে থাকে। ছাত্ররা সবসময় তেজোদ্দীপ্ত, সংবেদনশীল ও সচেতন। জাতির দুর্দিনে তাদেরকেই আন্দোলনের প্রথম কাতারে দেখা যায়।

নেতৃবৃন্দ ছাত্রদের পড়াশুনার পাশাপাশি আন্দোলন সংগ্রামে সামিল হওয়ার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানান।

মানিকছড়িতে পিসিপির কর্মিসভা অনুষ্ঠিত

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে মানিকছড়ির বাটনাতলীতে শাখা সহযোদ্ধাদের নিয়ে এক কর্মিসভা গত ১০ আগষ্ট অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মিসভায় সভাপতিত্ব করেন মানিকছড়ি থানা শাখার সভাপতি ক্যহ্লা চিং মারমা। সভায় কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অলকেশ চাকমা, সহসাধারণ সম্পাদক সর্বোত্তম চাকমা ও জেলা সাধারণ সম্পাদক পুলক জ্যোতি চাকমা উপস্থিত ছিলেন। সভায় নেতৃবৃন্দ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সংগ্রামের ইতিহাস কর্মিদের মাঝে তুলে ধরেন এবং যে কোন জাতির আন্দোলন সংগ্রামে ছাত্র সমাজের ঐতিহাসিক ভূমিকা বিশ্বের বিভিন্ন আন্দোলনের উদাহরণ দিয়ে বিশ্লেষণ করেন। নেতৃবৃন্দ পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামে পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে বলে উল্লেখ করেন।

নেতৃবৃন্দ মানিকছড়িতে সেনাবাহিনীর ভূমিকার সমালোচনা করে বলেন, সেনা সদস্যরা সন্ত্রাসী ধরার নামে সাধারন জনগণ ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্মিদের হয়রানি করছে। সেনাবাহিনীর এ ধরনের ভূমিকাকে ন্যাক্কারজনক ও কাপুরুষোচিত আখ্যায়িত করে তারা বলেন, জনগণের আন্দোলনের অপ্রতিরোধ্য গতিকে স্তব্ধ করার জন্যই সেনাবাহিনী পরিকল্পিতভাবে এ ধরনের কার্যকলাপ চালাচ্ছে। এ ভাবে হয়রানি, জেল জুলম ও ষড়যন্ত্র করে জনগণের আন্দোলনকে দমন করা যাবে না বলেও তারা মন্তব্য করেন।

সভা পরিচালনা করেন মানিকছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাচিংপ্রু মারমা। ২৫ জন পিসিপি কর্মি এতে অংশগ্রহণ করেন।

পিসিপি চট্টগ্রাম অঞ্চলের দু'দিন ব্যাপী কাউন্সিল সম্পন্ন

ভবতোষ চাকমা॥ বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম অঞ্চলের কাউন্সিল ২২-২৩ আগষ্ট দু'দিন ব্যাপী চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম দিনে র‍্যালি ও সমাবেশের পর পরই মূল কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। এতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন পিসিপি চট্টগ্রাম বন্দর থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক চরণ সিং তঞ্চঙ্গ্যা, চবি'র ছাত্র ভবতোষ চাকমা, পিসিপি চবি'র সভাপতি সন্তোষ চাকমা, এইচ.ডব্লিউ.এফ খাগড়াছড়ি জেলা সভাপতি স্বর্ণা চাকমা, মাদক বিরোধী ছাত্র যুব সমাজের আহ্বায়ক কনি চাকমা, পিসিপি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক দীপংকর ত্রিপুরা, সাধারণ সম্পাদক অলকেশ চাকমা, সভাপতি মিঠুন চাকমা ও ইউপিডিএফ কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সঞ্চয় চাকমা। সভাপতিত্ব করেন পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি সোনালী চাকমা।

আলোচকবৃন্দ বলেন সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে চা চাষ প্রকল্পের নামে পাহাড়ি উচ্ছেদ ও বহিরাগতদের পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্র করছে। পাহাড়ি জনগণকে বঞ্চিত করে সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনের পাঁয়তারা শুরু হয়েছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

নেতৃবৃন্দ জেএসএস এরও কড়া সমালোচনা করেন। তারা বলেন জেএসএস এখন সরকারের একনিষ্ঠ দালালে পরিণত হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদের গদি টিকিয়ে রাখাই হলো তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। সরকারকে লাভবান করার জন্য জেএসএস ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতকে জিইয়ে রেখেছে। ইউপিডিএফ চুক্তি বাস্তবায়নে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্বেও তারা ইউপিডিএফ ও সাধারণ জনগণের ওপর হামলা অব্যাহত রেখেছে। তারা জেএসএসকে এ ধরনের ধ্বংসাত্মক ও জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী কর্মকান্ড পরিহার করে জনগণের আন্দোলনের কাতারে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

মূল কাউন্সিল অধিবেশনের শুরুতে বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধিবৃন্দ সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন এবং বিগত কার্যক্রমের পর্যালোচনা করেন। এরপর সবার সম্মতিক্রমে পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সোনালী চাকমাকে সভাপতি, সর্বোত্তম চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও রূপায়ন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। এছাড়া, চট্টগ্রাম অঞ্চলের অপর দুই শাখা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ও বন্দর থানা শাখারও নতুন কমিটি গঠন করা হয়। চবি শাখার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে সন্তোষ চাকমা, দেবাশীষ চাকমা ও স্বর্ণজ্যোতি চাকমা। বন্দর থানা শাখার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে সুপ্রীম চাকমা, রোমান চাকমা ও সুদত্ত ত্রিপুরা। কেন্দ্রীয় সভাপতি মিঠুন চাকমা নতুন কমিটিসমূহের পদাধিকারীদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

স্মরণ

রূপক চাকমার মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

২১ সেপ্টেম্বর পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাবেক সভাপতি রূপক চাকমার দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী। এ উপলক্ষে চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ পার্বত্য চট্টগ্রামে পিসিপির বিভিন্ন শাখাসমূহে স্মরণসভা ও মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, রূপক চাকমা ২০০১ সালের এ দিনে পূজগাঙে জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যদের গুলিতে প্রাণ হারান। তিনি ঐ সময় সংসদ নির্বাচনে ইউপিডিএফ প্রার্থী প্রসিত বিকাশ খীসার পক্ষ হয়ে প্রচারণা চালাচ্ছিলেন।

বাঁচার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে

১ম পাতার পর

লীগের নীতিও বিএনপির মতোই। আওয়ামী লীগের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানই পাহড়িদেরকে নিজেদের জাতিগত পরিচয় মুছে ফেলে দিয়ে বাঙালী বানাতে চেয়েছিলেন। বর্তমানের শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সেই নীতি থেকে সরে এসেছে বলে তার কোন প্রমাণ এখনো তারা দিতে পারেনি। ক্ষমতায় থাকার সময় শেখ হাসিনার আওয়ামী সরকার জনসংহতি সমিতিকে চুক্তির মাধ্যমে বাগিয়ে আনার পর ভবিষ্যতে যাতে আবার আন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে সেজন্য দমন পীড়ন অব্যাহত রাখে। প্রথমে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ি গণ পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পরে ইউপিডিএফ এর নেতা কর্মিদের নির্বিচারে গ্রেফতার করা হয়, জেলে পুরে রাখা হয় ও নির্যাতন চালানো হয়। এ কাজে তারা জনসংহতি সমিতিকে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করে। একদিকে সমিতির নেতাদের সামনে চুক্তি বাস্তবায়নের মুলো ঝুলিয়ে রাখে ও অন্যদিকে ভবিষ্যত আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়ার জন্য দমন পীড়ন চালাতে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী, বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সেনাসৃষ্ট সেটলার সংগঠনগুলো জাতিগত নিপীড়ন চালানোর ও সেখানে আভ্যন্তরীণ উপনিবেশ বজায় রাখার হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষার বুলি ভাওতাবাজি মাত্র। যদি জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সেখানে সেনাবাহিনীকে নিয়োজিত রাখা হয়ে থাকে, তাহলে তার সাথে মহালছড়িতে সেনা হামলা, লোগাং-নান্যাচার গণহত্যা ইত্যাদির সম্পর্ক কি? জাতীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের সাথে নিরীহ মানুষের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া ও তাদেরকে নিজ বাস্তভিটা থেকে বিতাড়ণের সম্পর্ক কি? আমরা জানি, এদেশের শাসক গোষ্ঠি আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামাত ও তাদের লেজুর বুদ্ধিজীবীর দল এ প্রশ্নগুলোগুলোর উত্তর দিতে পারবেন না।

মহালছড়ির ঘটনা নিরাপত্তা সম্পর্কে জনগণকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। পুলিশ, বিডিআর, সেনাবাহিনী পাহাড়ি জনগণের জন্য নিরাপত্তা প্রদানকারী নয়, তারা নিরাপত্তাহরণকারী। তারা রক্ষক নয়, তারা ভক্ষক। তারা জনগণের পক্ষের নয়, বিপক্ষের। বিগত আড়াই দশকের অধিক সময় ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ এই একই অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

কাজেই বাঁচতে হলে জনগণকে নিজেদেরকেই সংগঠিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এ ছাড়া বিকল্প কোন পথ খোলা নেই। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যখনই জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ প্রতিরোধ করেছেন, লড়াই সংগ্রামের রাজপথে নেমে এসেছেন, তখই কেবল গণশত্রুরা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছেন। ১৯৯০ দশকের প্রথম দিকে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ সহ তিন সংগঠনের নেতৃত্বে সৃষ্ট গণজাগরণ তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঐক্যবদ্ধ জনতার কাছে যে কোন অপশক্তি পরাজিত হতে বাধ্য। একমাত্র কঠিন কঠোর লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমেই অধিকারহারা জাতি ও জনগণ তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেন। স্বাধীনতা ও অধিকার অর্জন করতে পারেন। দুনিয়ায় কোন শাসক গোষ্ঠি সংগ্রামরত জাতি ও জনগণকে চিরকাল দমিয়ে রাখতে পারেনি। যদি সেটা সম্ভব হতো তাহলে পৃথিবীতে এখনো পর্যন্ত দাসত্ব প্রথাই বলবৎ থাকতো। যদি শাসকগোষ্ঠি চিরকাল জনগণকে পদতলে রাখতে পারতো, তাহলে ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামসহ পৃথিবীর যুগান্তকারী পরিবর্তনগুলো আদৌ সম্ভব হতো না। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকেও কোনদিন দমন করা যাবে না। অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে, ষড়যন্ত্র করে, মুখোশ বাহিনীর মতো সন্ত্রাসী দিয়ে কিংবা দালাল সৃষ্টি করে জনগণের লড়াই সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দেয়া যাবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ জেগে উঠেছেন। তারা বহু লড়াই সংগ্রাম করেছেন। এ সংগ্রামে তারা একাও নন। তাদের সাথে আছেন এদেশের প্রগতিশীল ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক শক্তি।

মহালছড়ি ঘটনার প্রতিবাদে বিভিন্ন সংগঠন

১ম পাতার পর

৮ জাতীয় ছাত্র সংগঠন

৩ সেপ্টেম্বর ৮ জাতীয় ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও একটি পাঠচক্র গ্রুপ ঐ ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। নেতৃবৃন্দ হলেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের লুনা নূর, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফন্টের খালেকুজ্জামান লিপন, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মৃদুল কান্তি দাস, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি হাসান ইমাম রুবেল, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মনির উদ্দীন, বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আহাদ মিনার, সমাজবাদী ছাত্র জোটের সাধারণ সম্পাদক মামুন উদ্দীন, বিপ্লবী ছাত্র যুব আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আবু বকর ছিদ্দিক রুমেল এবং সূচনা অধ্যয়ন ও অনুশীলন কেন্দ্রের আবুল হাসান রুবেল।

নেতৃবৃন্দ বিবৃতিতে বলেন, জাতীয় ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি তথা দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে গেল ২৬ আগষ্ট খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়িতে সেনা ও সেটলারদের পাহাড়ি জনসাধারণের উপর পরিকল্পিত হামলার ঘটনায় আমরা দারুণ উদ্বেগ প্রকাশ করছি এবং হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। বিবৃতিতে জাতীয় ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের একটি অংশ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী পাহাড়ি জাতিসত্তাসমূহ এ দেশের নাগরিক। কাজেই পাহাড়ি জনগণের ওপর হামলার ঘটনায় আমরা নিশ্চুপ থাকতে পারি না। দেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব সরকারের ওপর। সরকার তাদের জানমালের নিরাপত্তা দিতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে যা আমাদেরকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে।

নেতৃবৃন্দ ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও হামলায় জড়িত সেনা কর্মকর্তা ও সেটলারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ সহ চার দফা দাবি জানান।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন ৩১ শে আগষ্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি সড়ক দ্বীপ চত্বরে এক সমাবেশ করে ও প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি পেশ করে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় সভাপতি মিঠুন চাকমা। এতে বক্তব্য রাখেন উন্মেষ (জুম্ম সাহিত্য সংসদ) এর হিরোহিতো চাকমা, রিগান চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য অংগ্য মারমা, সাংগঠনিক সম্পাদক দীপংকর ত্রিপুরা এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইলিরা দেওয়ান।

সমাবেশের পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে শাহবাগে গেলে সেখানে পুলিশ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। এরপর সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পরে সমাবেশ থেকে মিঠুন চাকমার নেতৃত্বে ৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি পেশ করেন। প্রতিনিধি দলের অন্যান্যরা হলেন ইলিরা দেওয়ান ও দীপংকর ত্রিপুরা। প্রধানমন্ত্রীর কার্য্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রশাসন পরিচালক তৌহিদুর রহমান স্মারকলিপি গ্রহণ করেন।

এক ত্রিপুরা মহিলার ওপর প্রকাশ্য যৌন হয়রানি

মাটিরাঙ্গা পিসিপি থেকে প্রাপ্ত॥ গত ২৬ আগষ্ট মাটিরাঙ্গা বাজারে প্রকাশ্যে জনসম্মুখে এক দুর্বৃত্ত কর্তৃক বাজারে আসা এক ত্রিপুরা মহিলা যৌন নির্যাতনের শিকার হন। তার নাম হরিমালা ত্রিপুরা। স্বামী রনি রঞ্জন ত্রিপুরা গ্রাম মাইরং পাড়া, মাটিরাঙ্গা।

মহিলাটি তার স্বামী ও ছেলেকে নিয়ে এক চায়ের দোকানে ঢুকার পর বেগুন আলী নামের এক লোক তার ইজ্জতের ওপর হামলা করে। ঘটনার প্রতিবাদ করলে লোকটি হরিমালাকে ধাক্কা দিয়ে ড্রেনে ফেলে পালিয়ে যায়। এ দৃশ্য দেখে অন্য বাঙালিরা উৎসাহের সাথে হাততালি দিতে থাকে। পরে বাজার সেক্রেটারী ও পৌর কমিশনারের হস্তক্ষেপে বেগুন আলীর নামমাত্র শাস্তি হয়।

ডেটলাইন মহালছড়ি

আমরা যা দেখে এলাম

সুমনা চাকমা ও কণিকা চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন

গত ২৬ আগষ্ট মহালছড়ির ৭টি গ্রামে সেটলার ও সেনাবাহিনী হামলা চালিয়ে ৩৪৮টি ঘর পুড়িয়ে দেয়। ব্যাপক লুটপাট চালায়। ৪টি বৌদ্ধ বিহার জ্বালিয়ে দেয় ও বেশ কিছু বুদ্ধমূর্তি ভেঙে দেয় অথবা লুট করে নিয়ে যায়। ঘটনাস্থল সরেজিমন দেখার জন্য ইউপিডিএফ, এইচ.ডব্লিউ.এফ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একটি দল ৩০ আগষ্ট মহালছড়ি যায়। এ দলের সদস্য হিসেবে আমাদেরকেও অন্ত র্ভুক্ত করা হয়। টিমের নেতৃত্বে ছিলেন কিরণ মারমা। ঘটনাস্থলে আমরা যা দেখেছি নিম্নে সংক্ষেপে তা বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করা হলো।

আমরা সকাল ১০টায় খাগড়াছড়ি থেকে রওনা দিই। ১১টার দিকে লেমুছড়ি পৌঁছি। সেখানে নুনছড়ি ক্যাম্পের মেজর মোয়াজ্জেমের সাথে পরিচয় হল। তিনি আমাদেরকে ভিডিও ক্যামেরা ব্যবহারে নিষেধ করেন। তবে বলেন স্টিল ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা যাবে। হামলার সময় এই গ্রামে যারা আহত হয়েছেন তারা হলেন, সত্য রঞ্জন চাকমা, স্নেহ কুমার চাকমা, আশাপূর্ণ চাকমা ও গোপাল চন্দ্র চাকমা।

ক্ষয়ক্ষতি

লোকজনের সাথে কথা বলে জানা গেছে, ঘটনার সময় সুনীতি চাকমা ও সুখময় চাকমার তিনটি গরু সেটলাররা চুরি করে নিয়ে যায়। এখানে একটি বৌদ্ধ মন্দির পুড়ে গেছে। এছাড়া উক্ত এলাকায় ৬২টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কিয়াঙ বা মন্দিরের ভিতরে বুদ্ধমূর্তির মাথা হামলাকারীরা ভেঙে দিয়েছে। এছাড়া সোনা দিয়ে তৈরি মনে করে পিতলের একটি বুদ্ধমূর্তি তারা লুট করে নিয়ে যায়। এখানে জ্ঞানেন্দু বিকাশ তালুকদারের সাথে আলাপে জানা যায়, জনৈক সেনাবাহিনীর সদস্য বলেছিল চাকমা তথা গোটা জুম্মদের মধ্যে চার পাঁচ ভাগ করে তাদের মধ্যে হানাহানি ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত লাগিয়ে দিয়ে তাদের শক্তি কমিয়ে পরে জুম্মদেরকে মুসলিম বানানোর পরিকল্পনা সেনাবাহিনীরা করছে।

অতঃপর আমরা বাবপাড়ায় যাই। সেখানে আমরা জেএসএস সমর্থিত ছাত্রদের মুখোমুখি হই।

বাবুপাড়ায় প্রায় ৮০টি ঘর পুড়ে যায়। এর মধ্যে রামেসু পাড়ায় ২২টি, বাবুপাড়ায় মারমা ঘর ৪০টি ও চাকমা ঘর ৩৫টি এবং পাহাড়তলিতে ৩৩টি ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়। পুড়ে যাওয়া বাড়ির মধ্যে একটি বৌদ্ধ বিহারও রয়েছে। রামেসু পাড়া ও পাহাড়তলিতে ৫টি বুদ্ধমূর্তি ভেঙে দেয়া হয়েছে ও কিছু বুদ্ধমূর্তি লুট করে নেয়া হয়েছে বলে জানা গেলো।

বাবুপাড়ায় আহত হয়েছেন ৫ জন। তারা হলেন: কান্তি মারমা বয়স ৩৫ পিতা থোঞা মারমা ও তার স্ত্রী, ক্যাসু মারমা বয়স ৮০, উগ্‌ঘ মারমা বয়স ২৬ ও সুমন মারমা।

হামলাকারী সেটলাররা মংগ জাই মারমার ২টি গরু চুরি করে নিয়ে যায়। বেশ কয়েকটি পাকা বাড়ি ও গোলার ধান পুড়ে যায়। আমরা যখন ঘটনাস্থল ঘুরে ফিরে দেখছিলাম তখনো পোড়া ধানের স্তুপ থেকে ধোঁয়া উড়ছিল।

লেমুছড়িতে ভিডিও করতে না পারলেও বাবুপাড়ায় সেনা সদস্যদের চোখ এড়িয়ে আমরা ভিডিও করেছি। এটা জেএসএস এর সমর্থিত ছেলে পেলেরা দেখে ফেলে ও মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছে বলে বোঝা গেল। কারণ তারাও ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীর বাধার কারণে ভিডিও করতে পারেনি। আমরা চুরি করে অর্থাৎ সেনাবাহিনীর সদস্যদের ফাঁকি দিয়ে ভিডিও ক্যামেরাটি নিয়ে এসেছিলাম। জেএসএস সমর্থকরা ঈর্ষান্বিত হয়ে আমাদের ভিডিও করার কথা সেনা সদস্যদের কাছে ফাঁস করে দেয়। ফলে সেনারা আমাদের খোঁজাখুজি শুরু করে দেয়। আমরা ৩০ মিনিট ভিডিও করতে পেরেছি।

জেএসএস সমর্থকদের একজন আমাদের ডেকে বলে যে, ২ জন মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে। এরপর ওরা আমাদের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল যেন এখনি খেয়ে ফেলবে।

এখানে খুবই দৃষ্টিকটু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি আমরা। শুধু দৃষ্টিকটু নয়, লজ্জাকরও। আমরা যা দেখেছি এ বিষয়টা না বললে পুরো বিষয়টি বলা হবে না আমরা মনে করি।

জেএসএস সমর্থিত ছেলেদের নৈতিক মান যে কত নিম্ন তা এখানে এসেও বোঝা গেল। হামলার সময় গ্রামের লোকজন প্রাণ বাঁচাতে যে যেদিকে পারে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আগুনে ঘরবাড়ি পুড়ে গেলেও কিছু কিছু ক্ষেতে ফল মুলের গাছ গাছালি অক্ষত ছিল। আমরা দেখলাম জেএসএস এর সমর্থক ছেলেরা একটি আখ ক্ষেত থেকে ইচ্ছেমত ভেঙে ভেঙে আখ খাচ্ছিল। নারকেল গাছের ডাবগুলোও বাদ যায়নি। কারোর অনুমতি না নিয়েই তারা এগুলো পেরে পেরে খাচ্ছিল। বোঝা গেল, লোকজন তাদেরকে এমনি এমনি দুই নাম্বারী বলে ডাকে না।

অবশেষে জুম্ম শরণার্থীরাও রাজপথে নামতে বাধ্য হলেন

১ম পাতার পর

জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সম্প্রতি ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের বক্তব্য এটাই প্রমাণ করে। তিনি বলেছেন মহালছড়ি ঘটনার জন্য তদন্ত কমিটি গঠনের প্রয়োজন নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক দল ইউপিডিএফ ও সরকারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরকারী জনসংহতি সমিতি উক্ত সচিবের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে।

মহালছড়ি ঘটনার পরপরই সরকার জুম্ম শরণার্থীদের রেশন বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি সরকারের এই সিদ্ধান্তের কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে। সংগঠনটি সভাসমাবেশ ও স্মারকলিপি পেশের পর এখন সড়ক অবরোধের ডাক দিয়েছে। গত ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে লাগাতার ৭২ ঘন্টা এই সড়ক অবরোধ শুরু হয়।

জুম্ম শরণার্থীরা বাংলাদেশ সরকারের নিপীড়ন নির্যাতনের শিকার হয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ভারতের ত্রিপুরায় তারা ১০/১২ বছর ধরে শরণার্থী শিবিরে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরে প্রথমে বিএনপি ও পরে আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে তারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু দেশে ফেরার ৬/৭ বছর পরেও তাদের অনেকেই এখনো নিজ জায়গা জমি ফিরে পাননি। অনেককে পুনর্বাসন করা হয়নি। তাদের ওপর হয়রানির অভিযোগও রয়েছে। তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়া হয়েছে। এ অবস্থায় হঠাৎ করে রেশন প্রত্যাহার করে নেয়া অত্যন্ত অমানবিক ও তাদেরকে গলা টিপে মেরে ফেলার সামিল। এ জন্য শরণার্থীরা রাজপথে নামতে বাধ্য হয়েছেন। ইউপিডিএফ তাদের দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়। আসলে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন কায়েম না হওয়া পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত শান্তি ও উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে না। নাম সর্বস্ব আঞ্চলিক পরিষদও সরকারের গলায় অলংকার ছাড়া আর কিছুই নয়। সন্তু লারমা নিজেই বলেছেন পার্বত্য চট্টগ্রামে একজন সাধারণ আর্মি সেপাই এর যে ক্ষমতা তার তাও নেই। বেচারা সন্তু লারমা।

কাজেই বাঁচার জন্য রাজপথে নামা ছাড়া বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই। ইউপিডিএফ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে সামিল হওয়ার জন্য সকলকে আহ্বান জানায়।

আপনার এলাকায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে তা সরাসরি বা পার্টি শাখার মাধ্যমে আমাদের জানান। অধিকার সম্পর্কে সচেতন হোন ও অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সামিল হোন।

শেষ পাতা

খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ কর্মি গ্রেফতার

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ গত ২০ আগষ্ট সেনা বাহিনীর সদস্যরা খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ -এর এক কর্মিকে গ্রেফতার ও পরে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছে। কোন প্রকার কারণ ছাড়াই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে কোন মামলাও ছিল না। পুলিশ তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রজু করেছে বলে জানা গেছে, যদিও সেনাবহিনী তার কাছ থেকে অস্ত্রতো দূরের কথা একটি চাকুও পায়নি।

ঐদিন সকাল সাড়ে ন'টার দিকে ইউপিডিএফ কর্মি কিরণ চাকমা মিটিং করতে খাগড়াছড়ি বাজারের কাছে বড়তলিতে যান। কিন্তু ডিবি পুলিশের লোকরা তাকে ধাওয়া করে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। এরপর তিনি কমলছড়িগ্রামে যান। কিছুক্ষণ পর, আনুমানিক সাড়ে এগারটার দিকে সেনাবহিনীর সদস্যরা অতর্কিতে তাকে ঘেরাও করে। সেনা সদস্যরা তাকে সাংঘাতিকভাবে মারধর করে। পরে তাকে পলিশের হাতে সোপর্দ করে ও অস্ত্র আইনে মামলা দেয়।

গ্রেফতারের পর খাগড়াছড়ি ব্রিগেডে এনে তাকে জলপাই রঙের পোশাক পরিয়ে দেয়া হয়। সেনাবাহিনী সাংবাদিকদের খবর দেয় যাতে তাকে ছবি তোলে পত্রিকায় ছাপা হয়। সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করার পর যখন জানতে পারেন যে, তার কাছ থেকে অস্ত্র কিংবা কোন কাগজপত্র পাওয়া যায়নি, তখন তারা ব্রিগেড অফিসে যেতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

আসলে, পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগণের মধ্যে ইউপিডিএফ এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে সরকার ও সেনাবাহিনী শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তাদের গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের রিপোর্টেও এমন কথা বলা হয়েছে, যা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই ইউপিডিএফ এর নেতৃত্বে যাতে নতুন করে গণআন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে সেজন্য সরকার ও সেনাবাহিনী মরিয়া হয়ে ইউপিডিএফ-এর ওপর রাজনৈতিক দমন পীড়ন চালাচ্ছে। এছাড়া মহালছড়িতে পাহাড়ি গ্রামে হামলার সাথে সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্টতাকে ধামাচাপা দেয়া ও পরিস্থিতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্যও তারা ইউপিডিএফ-এর সাধারণ কর্মিদের ওপর এভাবে চড়াও হচ্ছে।

নান্যাচরে সেনা নির্যাতন

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ গত ৬ আগষ্ট নান্যাচর জোনের এ্যাডজুটেন্ট (১৮ বেঙ্গল) বেশ কয়েকজন সাধারণ পাহাড়িকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে টিএন্ডটি বাজার থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হয়রানিমূলক জিজ্ঞাসাবাদ ও শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছে। সেনা নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা হলেন ১. অনি রঞ্জন চাকমা বয়স ৩২ পিতা সাধন কুমার চাকমা গ্রাম পাদাছড়ি। তিনি এক সময় জেএসএস এর সাধারণ সদস্য ছিলেন। ২. কুমেন্দু চাকমা বয়স ২৭ পিতা মৃত নৃপেন্দ্র লাল চাকমা গ্রাম বড়পুল পাড়া। তিনি রত্নাঙ্কুর বনবিহার পরিচালনা কমিটির অন্যতম সদস্য। ৩. ভবতোষ চাকমা বয়স ৩৬ পিতা কঞ্চ নাথ কার্বারী গ্রাম পাদাছড়ি। তিনি নান্যাচর হাসপাতালে স্বাস্থ্য সহকারী। ৪. মিলন আলো চাকমা বয়স ৪৫ পিতা জান্দু রাম চাকমা গ্রাম দক্ষিণ ফিরিঙ্গি পাড়া তিনিও নান্যাচর হাসপাতালে স্বাস্থ্য সহকারী।

গত ২৪ আগষ্ট বিকেল বেলা সেনা সদস্যরা খামারপাড়া গ্রামের শুদ্ধধন চাকমাকে (বয়স ৩২ পিতা যমদূত চাকমা) নান্যাচর জোনে আটকিয়ে রাখে। তিনি নান্যাচর বাজার থেকে ফিরছিলেন। ১৮ বেঙ্গলের ক্যাপ্টেন জাহিদ তাকে হয়রানিমূলক জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং ইউপিডিএফ সদস্যদের ধরিয়ে দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। তিনি তাদেরকে ধরিয়ে দিতে পারলে ১০ হাজার টাকা বকশিস দেয়ারও লোভ দেখান। কিন্তু শুদ্ধধন চাকমা ঐ প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় রাত ১১টা পর্যন্ত তাকে আটকে রাখেন। শুদ্ধধন চাকমা নান্যাচর কলেজে চাকুরী করেন। সাধারণ জনগণের ওপর সেনা সদস্যদের এ ধরনের হয়রানি পার্বত্য চট্টগ্রামে হরহামেশা ঘটে থাকে।

মহালছড়িতে সেনা-সেটলার হামলার প্রতিবাদে প্রবাসী জুম্ম সম্প্রদায়

২৬ আগষ্ট খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ির ১০টি গ্রামে সেনাবাহিনী ও সেটলার কর্তৃক যৌথ হামলার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন বিদেশে প্রবাসী জুম্মরা। নিজ মাতৃভূমিতে এ ধরনের বর্বরোচিত ও জঘন্য ঘটনায় তারা নিশ্চুপ থাকতে পারেননি। নিজের দেশে আপন জুম্ম ভাই ও মা বোনের চরম দুঃখ দুর্দশা ও অত্যাচার উৎপীড়ন তাদেরকেও আলোড়িত করে। সেজন্য তারা মহালছড়ির অমানবিক ঘটনার ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয়েছেন।

দক্ষিণ কোরিয়া

জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক - কোরিয়া সংক্ষেপে জেপিএনকে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলের কেন্দ্রস্থল মাইয়ুংডং এ মহালছড়িতে সেনা ও সেটলার কর্তৃক জুম্ম গ্রামে হামলা, লুটপাট, নারী ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। গত ৮ সেপ্টেম্বর তারা এই কর্মসূচী পালন করে। কোরিয়ার মানবাধিকার সংস্থা কোরিয়ান হাউজ ফর ইন্টারন্যাশন্যাল সলিডারিটি (কেএইচআইএস), পি.এন.এ.এন. এবং বুড্ডিষ্ট কোয়ালিশন ফর ইকনমিক জাস্টিস (বিসিইজে) এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ ও সংহতি প্রকাশ করে। বিক্ষোভকারীরা বাংলা, ইংরেজী ও কোরিয়া ভাষায় পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত দমন পীড়নের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়।

এই বিক্ষোভ সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এক ঘন্টা ধরে চলে। বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও ব্যক্তি বিশেষ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে লেখা প্রতিবাদ লিপিতে স্বাক্ষর করেন।

পরে জেপিএনকে এর সদস্যরা কেএইচআইএস আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি কোরিয়ান সমাজে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ ও তাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য আয়োজন করা হয়।

শ্রীলংকা

শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতেও মহালছড়ি ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। কলম্বো থেকে ইউপিডিএফ প্রতিনিধি জানিয়েছেন, গত ২৬শে আগষ্ট মহালছড়িতে সেনা ও সেটলার কর্তৃক জুম্ম গ্রামে ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে শ্রীলংকায় প্রবাসী জুম্মরা ১৪ ও ১৫ সেপ্টেম্বর দুই দিন ব্যাপী কর্মসূচী পালন করে এবং সাত দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নিকট প্রেরণ করে।

মহালছড়ির ঘটনা তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি এখানকার সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিনিধি ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কাছে তুলে ধরার জন্য ১৪ই সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টায় অল সিলোন বুড্ডিস্ট কংগ্রেস হল এ এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বুড্ডিষ্ট ন্যাশন্যাল কাউন্সিলের সভাপতি মাধুলুওয়াবে শোভিতা নায়কা মহাথেরো। উপতিষ্য শ্রমন জুম্ম ভিক্ষুদের পক্ষ থেকে সিংহলী ভাষায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ভিক্ষুদের ওপর অমানবিক নির্যাতনের কাহিনী তুলে ধরেন। এছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন শ্রীলংকা মহাবোধি সোসাইটির সেক্রেটারী বিমল জ্যোতি মহাথেরো, ইন্টারন্যাশনাল বুড্ডিষ্ট সেন্টারের অধ্যক্ষ সহিন্দা মহাথেরো, পার্লামেন্টের প্রাক্তন মন্ত্রী নিশংখা বিজয়রত্ন, অধ্যাপিকা হেমা গুনতিলকা, অল সিলোন বুড্ডিস্ট কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট সহিন্দা শরৎচন্দ্র ও সাকসেস সংগঠনের সদস্য তিনগুন পেরেরা। বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা ও নির্যাতনের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও সেনাবাহিনীর ভূমিকাকে দায়ি করে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন।

এরপর ১৫ই সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায় বিহারা মহাদেবী পার্ক হতে বাংলাদেশ হাই কমিশন অফিস পর্যন্ত মৌন মিছিল বের করা হয়। দুই শতাধিক ভিক্ষু এতে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত মৌন মিছিলে বাংলাদেশের সমতল বৌদ্ধ ভিক্ষুরা, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভারত, কম্বোডিয়া, নেপাল ও শ্রীলংকার বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নিজস্ব ব্যানার নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। এরপর বাংলাদেশের হাই কমিশনারের অফিসের সামনে শ্রীলংকা ভিক্ষুদের পক্ষ থেকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন শোভিতা নায়কা মহাথেরো ও বাংলাদেশের ভিক্ষুদের পক্ষ থেকে সুগতদর্শী ভিক্ষু। স্মারকলিপিটি বাংলাদেশ হাই কমিশনারের কাছে অর্পন করতে গেলে হাই কমিশনার দেখা করতে অস্বীকৃতি জানান। এরপরে প্রবল চাপের মুখে দেখা করতে রাজী হলেও স্মারকলিপিটি গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না। বাংলাদেশ হাই কমিশনারের এমন অভদ্রজনোচিত আচরণ দেখে শোভিতা নায়কা মহাথেরো স্মারকলিপিটি এ মুহূর্তে গ্রহণ না করলে হাই কমিশন অফিসটি পুড়িয়ে দেয়া হবে বলে হুমকি দেন। এরপরই কেবল হাই কমিশনার স্মারকলিপিটি গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

উক্ত স্মারকলিপির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছে সাত দফা দাবি জানানো হয়। এগুলো হলো, ১. বৌদ্ধ বিহারসহ ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে যথোপযুক্ত পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করা, ২. ঘটনার সঠিক তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি ঘটনাস্থলে প্রেরণ ও দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ৩. পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক শাসন বন্ধ করা, জুম্ম জনগণ ও ধর্মের ওপর নির্যাতন বন্ধ করা। ৪. বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী গণমাধ্যমসমূহকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশের অনুমতি প্রদান। ৫. অচিরেই বাংলাদেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করা ও এর শাখা পার্বত্য চট্টগ্রামে গঠন করা। ৬. অনুপ্রবেশকারী বাঙালীদেরকে সম্মানজনকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসন করা। ও ৭. জুম্মদের ভবিষ্যত নিরাপত্তা প্রদান ও অতীতের মতো যাতে দুঃখজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তৎজন্য সাংবিধানিক গ্যারান্টি প্রদান করা।

আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, চীন, জাপান, কোরিয়া, থাইল্যান্ড ও ভারতের হাইকমিশনার ও রাষ্ট্রদূতদেরকে সাম্প্রতিক মহালছড়ি ঘটনা সম্পর্কে অবগত করা হয়। এছাড়া শ্রীলংকার রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বৌদ্ধ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি ও শ্রীলংকায় নিযুক্ত জাতিসংঘের প্রতিনিধিকেও পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং বিশেষত মহালছড়ি ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করা হয়।

অস্ট্রেলিয়া

১৮ সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় পার্লামেন্ট ভবনের সামনে এবং পরে বাংলাদেশ হাই কমিশনের সামনে প্রবাসী জুম্মরা মহালছড়ি ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। তারা একজন পার্লামেন্ট সদস্য ও হিউম্যান রাইটস গ্রুপের সাথেও দেখা করেন। বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় তারা বিভিন্ন দাবি সম্বলিত ব্যানার উঁচিয়ে ধরেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর কাছেও তারা একটি স্মারকলিপি দেন। গ্রীন পার্টির একজন সদস্য জুম্মদের পক্ষ হয়ে বক্তব্য দেন বলেও জানা গেছে। বিক্ষোভের দ্বিতীয় পর্যায়ে তারা বাংলাদেশ হাই কমিশনের অফিসে যায় এবং সেখানে মহালছড়ি ঘটনার ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানায়। তারা বিভিন্ন শ্লোগান দেয় ও প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার প্রতি হুঁশিয়ার উচ্চারণ করে বলেন যে বিদেশে প্রবাসী জুম্মরা বাংলাদেশ সরকারের জুম্ম বিরোধী নীতি আর সহ্য করবেন না।

মানিকছড়ির বড়বিলে সেনাবাহিনীর হাতে একজন প্রহৃত

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ গত ৩ আগষ্ট খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি থানাধীন বড়বিল গ্রামে সেনাবাহিনী শহীদ মংশে মারমার পিতা কংজরী মারমাকে নির্দয়ভাবে মারধর করেছে। দুপুর দেড়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। সেনারা বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র তছনছ করে দেয় এবং কংজরী মারমার অপর এক ছেলে ও আথুই মারমা নামে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের এক কেন্দ্রীয় নেত্রীর সাথেও দুর্ব্যবহার করে। পরে সেনারা কংজরী মারমাকে মারতে মারতে গ্রামের কার্বারীর কাছে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে কংজরী মারমার ছেলে মংশে মারমাকে জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যরা অপহরণ ও হত্যা করেছিল।

নান্যাচরে জেএসএস কর্তৃক ২ ব্যক্তি অপহৃত, জনগণের চাপে পরে মুক্তিদান

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ গত ৩১শে জুলাই জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যরা দিমুখ্যাছড়া গ্রামের বাঁশি চাকমা (৩৩) নামের এক ব্যক্তিকে নিজ বাড়ি থেকে অপহরণ করে। পরে অবশ্য এলাকার জনগণের প্রবল প্রতিবাদের মুখে বিনা শর্তে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

এরপর ৯ আগষ্ট জেএসএস এর সশস্ত্র সদস্যরা ভাঙামুরা গ্রামের প্রমোদ রঞ্জন চাকমা বয়স ৫৫ পিতা বাঘ্যা চাকমা -কে নিজ বাড়ি থেকে অপহরণ করে। তার কাছ থেকে তারা ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। তবে জনতার চাপের মুখে তাকেও জেএসএস সদস্যরা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

উল্লেখ্য, জেএসএস সদস্যরা মুক্তিপণ আদায়ের জন্য প্রায়শ নিরীহ লোকজনকে অপহরণ করে থাকে। তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য জনগণের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েছে

লক্ষ্মীছড়িতে বহিরাগত সেটলার কর্তৃক স্কুল ছাত্রীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা

গত ৩০ আগষ্ট রবিবার লক্ষ্মীছড়ি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের এক ছাত্রী পরীক্ষা দিতে আসার সময় গুচ্ছগ্রামের বাসিন্দা মোঃ হানিফ হোসেন নামে একজন বহিরাগত যুবক মদ্যপ অবস্থায় জোরপূর্বক ঐ ছাত্রীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায়। কিন্তু সে সময় আরো কয়েকজন স্কুলের ছাত্র সেখানে উপস্থিত হলে লম্পটটি মেয়েটিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। মেয়েটির অভিভাবক লক্ষ্মীছড়ি থানার নির্বাহী কর্মকর্তাকে বিষয়টি জানালে স্থানীয় বিএনপি নেতা মাজেদ গাজী তা সমাধান করার জন্য নিজেই দায়িত্ব নেন। কিন্তু দুই দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও মেয়েটির অভিভাবক এর বিচার পাননি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে এ ধরনের ঘটনা হরহামেশা ঘটে থাকে। অনেক এলাকায় মেয়েদের চলাফেরা, স্কুলে যাওয়া আসা খুবই বিপদজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা সব সময় আতংক ও নিরাপত্তাহনীতায় থাকেন।

দিঘীনালায় ইউপিডিএফ নেতার বাড়িতে সেনা তল্লাশী

তুজিম চাকমা, বড়াদম॥ গত ৭ সেপ্টেম্বর রোববার সকাল ৬টার দিকে মেজর আসফাক এর নেতৃত্বে ১২/১৪ জনের একটি সেনাদল ইউপিডিএফ নেতা ধর্মজ্যোতি চাকমার বাড়িসহ তার দুই কাকার বাড়িতে তল্লাশী চালিয়েছে।

ঐদিন সেনাদলটি হঠাৎ করে দিঘীনালা থানাধীন ৪নং দিঘীনালা ইউনয়িনের বাঘাইছড়িমুখ গ্রামে ঢুকে ইউপিডিএফ নেতা ধর্মজ্যোতি চাকমা, তার দুই কাকা সুমতি রঞ্জন চাকমা ও সূর্যসেন চাকমার বাড়িতে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। তল্লাশী শেষে বেআইনী কোন কিছু না পেয়ে মেজর আসফাক জানায় যে, তারা নীল ও খয়েরী রঙের শার্ট পরা এক বাঙালী গাঁজা ব্যবসায়ীকে খুঁজছে।

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। সম্পাদকীয় যোগাযোগ: ৩৮৮ পূর্ব বাড়ী, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা